জাতিসংঘ দিবসে মহাসচিব কফি আনানের বাণী

২৪ অক্টোবর ২০০৬

মহাসচিব হিসেবে দশম ও শেষবারের মত জাতিসংঘ দিবসে সারা বিশ্বে আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের আমি শুভকামনা জানাচ্ছি। আমি আমার পেশাগত জীবনের প্রায় পুরোটাই জাতিসংঘের জন্য ব্যয় করেছি। তাই এই দিনের মুল্য ও তাৎপর্য আমার কাছে সব সময়ই আলাদা।

গত দশ বছরে উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং মানবাধিকারের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে আমরা বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছি।

সাহায্য ও ঋণ মওকুফের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কিছুটা ন্যায্যতা এসেছে।
অবশেষে, এইচ.আই.ভি. / এইডস প্রতিরোধে বিশ্বব্যপী প্রচেস্টা, জোড়দার করছে।
পুর্বের তুলনায় রাষ্ট্রসমুহের মধ্যে যুদ্ধের সংখ্যা কমে এসেছে ; এবং অনেক গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটেছে।
অধিক সংখ্যায় জনগণের সরকার নির্বাচিত হচ্ছে এবং তারা জনগণের নিকট জবাবদিহিতা করছে।
এবং সকল দেশ অন্ততঃ মৌখিকভাবে হলেও গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, জাতিগত নিধন ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ থেকে তাদের জনগণকে রক্ষার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করেছে।

কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। যেমন :

ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
খুব কম সংখ্যক রাষ্ট্রই ২০১৫ সালের মধ্যে আটটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের সবকটি অর্জনে সমর্থ হবে।
অনেক মানুষ এখনও নৃশংসতা, নিপীড়ন ও বর্বর সংঘাতের শিকার।
পরমাণু অস্ত্র বিস্তাররোধ চুক্তির প্রতি অনতিবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।
সন্ত্রাসবাদ ও এর প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া ভয় ও সন্দেহ ছড়াচ্ছে।

এমনকি সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ হুমকিগুলোর ব্যাপারেও আমরা একমত হতে পারছি না। যারা ছোট দ্বীপে বসবাস করছে বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়ত তাদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। যারা নিউ ইয়র্ক বা মুম্বাই, বা ইস্তাম্বুলের মত শহরে বসবাস করছেন যা সন্ত্রাসী আক্রমণের শিকার, তারা হয়ত অনুভব করছেন সন্ত্রাসবাদ দমনই বেশি জরুরি। অন্যরা হয়ত দারিদ্র্য, ব্যাধি বা গণহত্যাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

প্রকৃত সত্য হল এসবই আন্তর্জাতিক সমস্যা। আমাদের সবাইকেই এসবগুলোর ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। তা না হলে আমরা হয়ত কোনটিই সফলভাবে মোকাবেলা করতে পারব না।

এ গুরুত্বপুর্ণ মুহুর্তে আমাদের মধ্যে বিভক্তি থাকা উচিত না। আমি জানি আপনারা, সারা বিশ্বের জনগণ তা বুঝতে পারছেন। কঠিন কিন্তু আনন্দময় বিগত দশটি বছরে আমাকে সমর্থন ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

দয়া করে আপনাদের নেতাদের আমার উত্তরসুরির সাথে কাজ করতে অনুরোধ করুন, যাতে জাতিসংঘকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করা যায়।

আমাদের এ পৃথিবী ও এর সকল মানুষের জীবন আরো দীর্ঘস্থায়ী হোক, জাতিসংঘ দীর্ঘজীবি হোক।

* * *